বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUL 1995
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

শিক্ষকের পদ শূন্য

সরকার দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদসমূহ পূরণের জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ কার্যক্রম চালাইয়া যাইতেছেন। ইতোমধ্যে বার সহস্রাধিক প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ করা হইয়াছে বলিয়াও জানা যায়। তথাপি এখন পর্যন্ত বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। পল্লী এলাকার বিভিন্ন প্রাগমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণের এ সংক্রান্ত অভিযোগ প্রায়শঃই পত্র-পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে পত্রিকার সংবাদদাতাদের প্রেরিত খবরাখবরও বিরল নয়। এমনি একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে গত বুধবারের দৈনিক ইত্তেফাকে। সংবাদে কেবল একটি থানায় ৪২টি প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অল্প কিছুদিন পূর্বে ইত্তেফাকেই শরীয়তপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও ঢাকা জেলায় সহস্রাধিক প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। সারা দেশে কত বিপুলসংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষকের পদ এখনও শূন্য রহিয়াছে এই দুইটি সংবাদ হইতেই তাহা অনুমান করিয়া নেওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। এমনিতেই এদেশের পল্লী অঞ্চলগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষার মান মারাত্মক রকম নিচু। শিক্ষকের মানও প্রত্যাশিত মাত্রায় উচ্চ নয়। তদুপরি রহিয়াছে শিক্ষা উপকরণের অভাব ছাড়াও বিদ্যালয়গুলির নানা রকম সমস্যা। ইহার উপর শিক্ষকের অভাবে ছেলে-মেয়েদের বর্তমান মানের লেখাপড়াও বিঘ্নিত হউক ইহা কাহারো কাম্য হইতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা হইতেছে মৌলিক শিক্ষা—সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিভূমি। সঙ্গত কারণেই এ শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে এই গুরুত্ব প্রদানের দায়িত্ব বর্তায় অভিভাবকগণের উপর। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র এবং ব্যাপকসংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে বিধায় অধিকাংশ অভিভাবকের পক্ষেই সন্তানের শিক্ষার দিকে মনোযোগী হওয়া সম্ভব হয় না। এমনকি অনেকক্ষেত্রে সন্তানকে শিক্ষাদানে অনীহাও লক্ষ্য করা যায়। আর এ কারণেই এক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্নটি আসিয়া পড়ে। সরকারী এইক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে রত, তবে স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা অব্যবস্থা, গাফিলতি ও দুর্নীত দেখিয়া বলিতে হয় যে, যত তাড়াতাড়ি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বেসরকারীকরণ হয় ততই মঙ্গল।

স্কুল নামক একটি ঘর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে প্রতিদিন ছেলে-মেয়েদের হাজিরার ব্যবস্থা করিলে বা বৎসরের প্রথমে তাহাদের হাতে বিনামূল্যে নূতন বই তুলিয়া দিলে অথবা ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাইতে অনাগ্রহী পিতা-মাতাকে আগ্রহী করিয়া তোলার জন্য সপ্তাহে বা মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ গম প্রদান করিলেই সার্বজনীন বা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফল হইয়া যাইবে এমন ভাবার কোন কারণ নাই। এই বিষয়গুলির কমবেশী প্রয়োজন যে নাই তাহা নহে। তবে সুষ্ঠু শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সৎ ও যোগ্য শিক্ষকের। দুঃখজনক হইলেও সত্য, এই বিষয়টির প্রতি আমাদের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এখনও প্রত্যাশিত গুরুত্ব বা মনোযোগ দিতে পারেন নাই। অধিকন্তু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতেও তাঁহারা ব্যর্থ হইয়াছেন। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যেখানে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষকের পদসংখ্যা কম। এই সকল স্কুলে শিক্ষকের পদসংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন উদ্যোগ বহু আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও পরিলক্ষিত হয় না। এই অবস্থার অবসান না হইলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গালভরা শ্লোগান সর্বস্বই থাকিয়া যাইবে।